ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

সত্যিই কি ১৬ বছর পর বিবাদ মিটল সানি-শাহরুখের!

পৃঃ ৫

মায়ামিতে প্রথমবার জয়হীন মেসি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৪৪ ● কলকাতা ● ১৭ ভাদ্র, ১৪৩০ ● সোমবার ● ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

দিল্লিতে মোদী-হাসিনা বৈঠকে তিস্তা, গঙ্গা নিয়ে আলোচনা চায় ঢাকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জি-২০ দেশগুলির সম্মেলনে যোগ দিতে আগামী সপ্তাহে ভারত সফরে আসছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রবিবার ভারত সরকারের তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে, আগামী শনিবার থেকে শুরু হতে যাওয়া ওই সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনজন বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন।বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব জানান, তিস্তার পাশাপাশি হাসিনা আসন্ন ভারত সফরে গঙ্গার জল বণ্টন নিয়েও আলোচনা চান। ১৯৯৬ সালে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে নতুন করে গঙ্গার জল বণ্টন চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২৬-এ। ফলে ওই চুক্তি পুনর্নবীকরণের বিষয়টি ঢাকার অগ্রাধিকারের তালিকায় আছে। এখন থেকে আলোচনা শুরু না করা গেলে ২০২৬-এ চুক্তির মেয়াদ শেষের আগে সিদ্ধান্ত করা কঠিন হবে, মনে করছে হাসিনা সরকার। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রবাহিত নদীর সংখ্যা ৫৪। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব জানান, তিস্তা, গঙ্গা-সহ ৫৪টি নদীর জলের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে দু'দেশের মধ্যে নিরন্তর আলোচনা চলে। তাঁরা হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল মাকরঁ এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । মাকরঁ আবার দিল্লি সফর শেষ করে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফরে যাবেন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বছর খানেক আগেই ভারত সফরে এসেছিলেন। এবার আসছেন মূলত জি-২০ ভুক্ত দেশগুলির

এরপর ৩ পাতায়

শেষ মুহুর্তেও ধূপগুড়িতে অব্যাহত দলবদলের হিড়িক, সামাল দিতে মাঠে অভিষেক- শুভেন্দু

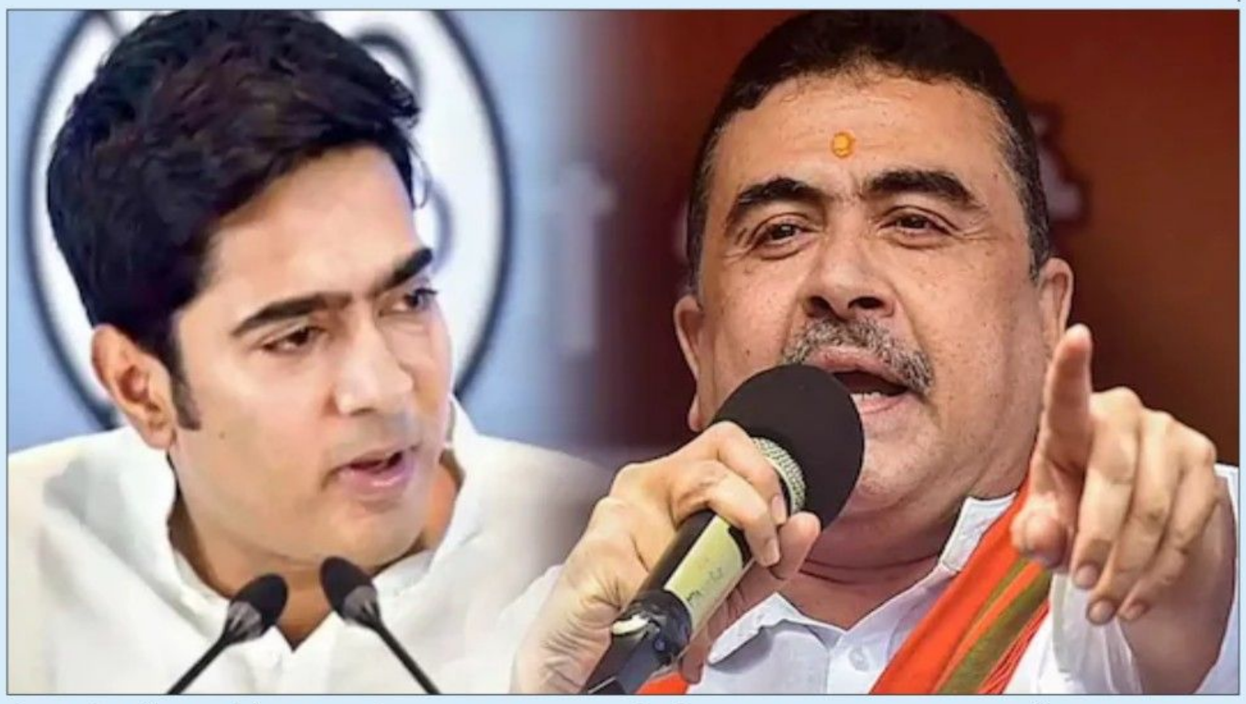

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ধূপগুড়িতে, দলের প্রাক্তন বিধায়ক তথা ২০২১ সালের প্রার্থী যোগ দিলেন বিজেপিতে। অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের সভার পরের দিনেই তিনি যোগ দেন বিরোধী শিবিরে। আবার অভিষেকের মঞ্চেই যোগ দিয়েছিলেন বিজেপি নেতা দীপেন প্রামাণিক। শনি আর রবিবার দুই দলবদল ঘিরে ভোট প্রচারের শেষ ধাপ জমে উঠেছে ধূপগুড়ি উপনির্বাচনেও। ধূপগুড়িতে এক জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময়, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আশ্বাস দিয়েছেন যে, এই বছরের শেষের আগেই ধূপগুড়ি মহকুমা তৈরি করা হবে। বিগত ২ বছরে নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে বিজেপি নেতাদের প্রশ্ন করে তিনি বলেন, "ধূপগুড়ির মানুষ একটি মহকুমা চায়, কিন্তু নির্বাচিত বিজেপি প্রতিনিধিরা বিধানসভায় এই দাবিটি কতবার তুলেছেন? বিজেপি কি বিধানসভায় কোনও প্রশ্ন করেছে? নাকি হাউসে একবারও ধূপগুড়ির নাম নিয়েছে? বিধানসভা বা লোকসভার কথা বাদ দিন, গত দুই বছরে বিজেপির কোনও নেতা কি তাঁদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে ধূপগুড়ি মহকুমা নিয়ে কথা বলেছেন?" । অন্যদিকে, ছুটির দিন রবিবার, সকাল থেকেই শুভেন্দু-সুকান্তের প্রচার চলছে ধূপগুড়িতে।তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, ধূপগুড়ি জুড়ে আজ শুধুই সবুজ আবীরের খেলা। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ধূপগুড়িকে মহকুমা বানানোর জন্য সময়সীমা ঘোষণা করার পরেই, স্থানীয়রা উদযাপনে বেরিয়ে এসেছে। আর সেটাকে সামনে রেখেই প্রচারে শাসক দল।

তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১ ডিসেম্বরের আগে ধূপগুড়িকে মহকুমা

এরপর ৩ পাতায়

ভারত একসময় দুর্নীতি-সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত দেশ হবে', সময়সীমা বেঁধে দিলেন মোদী

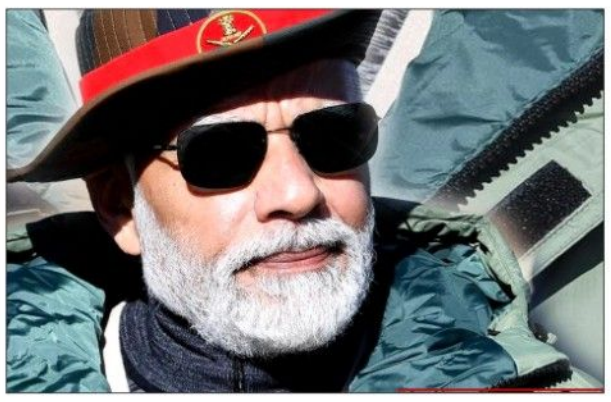

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারত একসময় বিশ্বগুরু হবে। এমনটাই বলে থাকে গেরুয়া শিবির। এবার প্রধানমন্ত্রী বললেন ভারত উন্নত দেশ হবে। সেই উন্নত ভারতের দুনীতি, সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাতের সমস্যা থাকবে না। সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাতকারে এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু কবে ভারত উন্নত দেশ হবে।

বিশ্ব দরবারে ভারতের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উন্নতি করার বিশাল সুযোগ রয়েছে ভারতের সামনে যা আগামী হাজার বছর মানুষ মনে রাখবে। একসময় যে ভারতকে শুধুমাত্র বড় বাজার বলে মনে করা হতো সেই ভারতই এখন দুনিয় সব ধরনের চ্যালেঞ্জের সমাধানের জায়গা। তার মধ্যেই আমাদের দেশে যে পাইয়ে দেওয়া রাজনীতি হচ্ছে তার প্রভাব খুবই ক্ষণিকের। বিরোধীদের মধেয় আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে।

ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলেছে। এনিয়েও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেন, কথা বলেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। জি ২০ গ্রুপের প্রেসিডেন্ট থাকি বা না থাকি ভারত সব সময়ে শান্তির পক্ষেই কথা বলে যাবে।ওই সাক্ষাতকারে নরেন্দ্র মোদী বলেন ভারত যখন তার

এরপর ৩ পাতায়

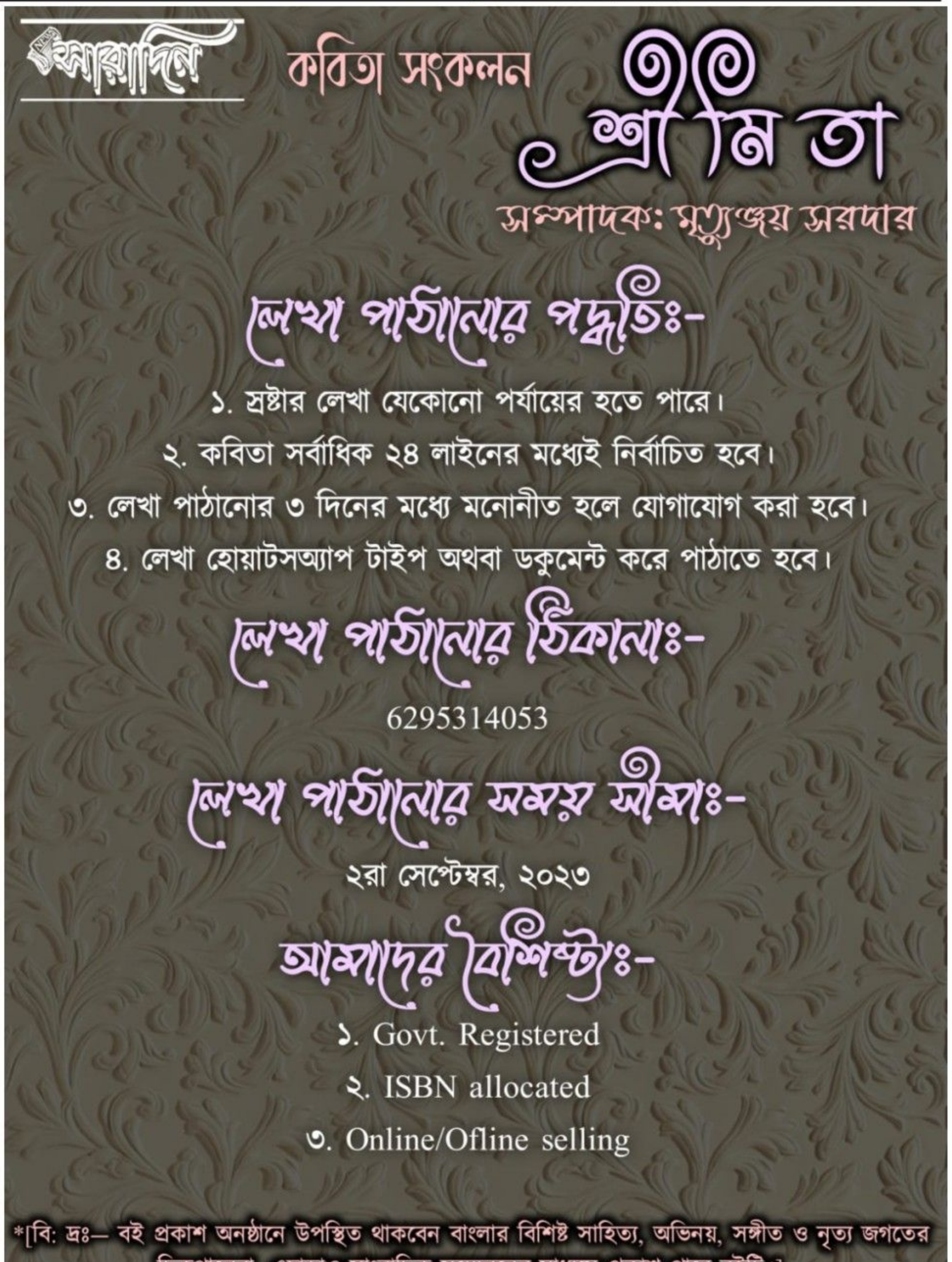

লোকসভা ভোট কি এগিয়ে আসতে পারে?

গুঞ্জন নিয়ে অবশেষে মুখ খুলল কেন্দ্র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রথমে অকস্মাত লোকসভার বিশেষ অধিবেশন ডাকা। যার এজেন্ডা নিয়ে মুখে কুলুপ এটে থাকা। তারপর এক দেশ এক নির্বাচন নিয়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে বিশেষ কমিটি গঠন। কেন্দ্রের এই দুই পদক্ষেপে হঠাত করেই 'এক দেশ, এক নির্বাচন' নিয়ে জল্পনা উসকে গিয়েছে। বিরোধীদের দাবি, হারের আশঙ্কায় লোকসভা ভোট এগিয়ে আনতে চাইছে বিজেপি।এখন প্রশ্ন হল, তাহলে ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংসদের যে বিশেষ অধিবেশন ডাকা হল সেটা কেন? অনুরাগ বলছেন, কেন ওই অধিবেশন ডাকা হয়েছে, সেটা সঠিক সময়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও অনুরাগের বক্তব্য, সরকার এক দেশ এক নির্বাচনের পক্ষেই।যদিও গেরুয়া শিবিরের দাবি, তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই।

উল্লেখ্য, আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংসদে বিশেষ অধিবেশনের ডাক দিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু ওই বিশেষ অধিবেশনে কোন কোন বিষয়ে আলোচনা হবে সেব্যাপারে এখনও পর্যন্ত মুখে কুলুপ মোদি সরকারের। তবে গুঞ্জন, 'ওয়ান নেশন, ওয়ান ইলেকশন' বিল সম্ভবত পেশ করা হবে এবারের অধিবেশনে। সেই গুঞ্জনের মধ্যেই আবার এক দেশ এক নির্বাচন সংক্রান্ত একটি কমিটি গড়েছে কেন্দ্র। যার কাজ এই মুহূর্তে দেশে একসঙ্গে লোকসভা এবং সব রাজ্যের বিধানসভা ভোট একসঙ্গে করানো সম্ভব কিনা সেটা খতিয়ে দেখা।

এই কমিটি গঠনের পর লোকসভা ভোট এগিয়ে আসার গুঞ্জন আরও বেড়েছে। যদিও সরকার বলছে, তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। ভোট এগিয়ে আনার জল্পনার মধ্যেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বলছেন, 'ভোট এগিয়ে আনার কোনও প্রশ্নই নেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজের কার্যকালের শেষ দিন পর্যন্ত মানুষের সেবার করতে চান।' অনুরাগ বলছে, লোকসভা ভোট এগিয়ে আসা নিয়ে যে গুঞ্জন শুরু হয়েছে, সেটা নিতান্তই সংবাদ মাধ্যমের তৈরি।

বাড়ি তৈরির জন্য সাংবাদিকদের

নিঃশুল্কে জমি দিচ্ছে মমতার সরকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তিনি কথা দিলে সেই কথা রাখেন। তাঁর সরকারও সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ঘটায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই ঘোষণা করেছিলেন, জেলার সাংবাদিকরা অনেক কম বেতনে কাজ করেন। তারাও যাতে নিজেদের বাড়ি তৈরী করতে পারেন তাই তাঁদের সাহায্যের জন্য নিঃশুল্কে জমি দেবে রাজ্য সরকার।উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, কোনও কর্মরত সাংবাদিকের চাকরি আচমকা চলে গেলে চাকরি যাওয়া থেকে পরবর্তী দু'বছর পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেবে সরকার। তবে সেই সুবিধা পাবেন শুধুমাত্র প্রেস কার্ড থাকা সাংবাদিকরাই। তবে সেক্ষেত্রে কতদিন কাজ করার পর চাকরি গেলে আর্থিক সহায়তা মিলবে তার একটি মাপকাঠি রয়েছে। এছাড়া কোনও কোনও সাংবাদিক চাকরিরত অবস্থায় মারা গেলে তাঁর পরিবারকে এককালীন ২ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তাও দেয় রাজ্য সরকার।চলতি বছরে রাজ্য বিধানসভায় বাদল অধিবেশনের মাঝেই সাংবাদিক সম্মেলনে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, 'এবার থেকে জেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের আবাসন প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকার মাত্র ১টাকার বিনিময়ে ৯৯ বছরের জন্য জমি লিজ দেওয়া হবে।' এবার সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ঘটানো শুরু করে দিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সাংবাদিকদের আবাসনের তৈরির জন্য জমি বিতরণের প্রক্রিয়া শুরুর কথা জানানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই ভূমি ও ভূমিসংস্কার দফতরকে প্রত্যেক জেলার জেলাশাসকের সঙ্গে কথা বলে সাংবাদিকদের জন্য আবাসন প্রকল্পের জমি চিহ্নিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই সূত্রেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় জমির সন্ধান মিলতেই তা বন্টনের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করে দিল সেখানকার জেলা প্রশাসন। পশ্চিম মেদিনীপুরের District Information and Cultural Officer সাংবাদিকদের আবাসনের জমি দেওয়ার প্রক্রিয়ার ব্যাপারে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন তাতে সাফ জানানো হয়েছে, মাত্র ১ টাকায় ৯৯ বছরের লিজে জমি পাবেন শুধুমাত্র ওই জেলার সাংবাদিকেরা যাদের Accreditation Card রয়েছে। আবাসনের জমি পেতে আবেদন করতে হলে আবেদনপত্রের সঙ্গে †mB Accreditation Card'i একটি প্রতিলিপি নিজেই সই সহ জেলাশাসকের কাছে জমা দিতে হবে। সেই আবেদন পত্র খতিয়ে দেখার পরই দেওয়া হবে জমি।

বিদ্যুৎ ব্যবস্থা দেশে 'এক নম্বর' হলেও

জেলায়-জেলায় এত লোডশেডিং কেন? বৃষ্টিকে দুষলেন মন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভাদ্রের গরমে নাজেহাল রাজ্যবাসী। তারইমধ্যে গত কয়েকদিনের লোডশেডিং অস্বস্তি আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। এ নিয়ে রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সমস্যা সমাধান না হলে তিনি রাজ্য বিদ্যুত বণ্টন সংস্থার অফিসে ধরনায় বসার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। অন্যদিকে, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম জেলাতেও একই অবস্থা। সেখানে বিভিন্ন গ্রামে গত কয়েকদিনে রাত থেকে দফায় দফায় লোডশেডিং হওয়ার ফলে বিপর্যস্ত ঝাড়গ্রাম জেলার জনজীবন। প্রবল গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা জেলাবাসীদের। লোডশেডিংয়ের কবলে পড়ে কার্যত নাভিঃশ্বাস জেলার মানুষের। শুক্রবার রাতে সেখানে দফায় দফায় লোডশেডিং হয়েছে। একদিকে দফায় দফায় লোডশেডিং, অন্যদিকে প্রবল হাঁসফাঁস গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ে জেলার মানুষের। বহু ক্ষেত্রে বিদ্যুত না থাকায় পানীয় জলের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।এবার লোডশেডিং নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যের বিদ্যুত মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। শুক্রবার জলপাইগুড়ি ধুপগুড়িতে তিনি জানান, ট্রান্সফর্মার বদল করা হচ্ছে বলে এই সমস্যা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের সমস্যা প্রসঙ্গে অরূপ বিশ্বাস জানান, পুজোর আগে বৃষ্টি হয়। কিন্তু এ বছর সেভাবে বৃষ্টি হয়নি তার ওপর ট্রান্সফর্মার বদল করা হচ্ছে। সেই কারণে এই সমস্যা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরে পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায় লোডশেডিংয়ের সমস্যা হচ্ছে। আর তার প্রতিবাদে জায়গায় জায়গায় বিক্ষোভ, অবরোধ করছেন স্থানীয়রা। তবে মন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, বৃষ্টি কম হওয়া এবং ট্রান্সফর্মার বদলের ফলে এই সমস্যা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, মালদার পুরাতন মালদা ব্লকের নিত্যানন্দপুরে বেশ কিছু দিন ধরে ঘনঘন লোডশেডিং হচ্ছে। তার উপরে তিনদিন ধরে বিদ্যুতহীন রয়েছে গোটা গ্রাম। সেখানে বিদ্যুত দফতরের কর্মীরা গেলে তাঁদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। দিনভর বিদ্যুত দফতরের একটি গাড়ি এবং কর্মীদের আটকে রাখেন গ্রামবাসীরা। পুরাতন মালদা ব্লকের নিত্যানন্দপুর, নাগেশ্বরপুর এবং সাহাপুর এলাকায় কয়েকদিন ধরে বিদ্যুত না থাকার অভিযোগ তোলেন স্থানীয়রা। ঘটনাস্থলে পুলিশ গেলে পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা।

মন্ত্রী এবং সভাপতির উপস্থিতিতে

সিডিপিওর তত্ত্বাবধানে হরিশ্চন্দ্রপুরে পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষে মনোগ্রাহী অনুষ্ঠান থেকে সচেতনতার বার্তা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সিডিপিওর তত্ত্বাবধানে নতুন আঙ্গিকে পালন জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ। উপস্থিত জন-প্রতিনিধি থেকে শুরু করে আধিকারিকরা। নাচে,গানে উৎসবের পরিবেশ। অন্নপ্রাশনের আদলে অন্ন তুলে দেওয়া হল শিশুদের মুখে। অনুষ্ঠান থেকে সচেতনতার বার্তা।প্রসঙ্গত জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের সহজ তথ্য মিত্র কেন্দ্রে অঙ্গনওয়াড়ি দপ্তরের পক্ষ থেকে সিডিপিও আব্দুল সাত্তারের তত্ত্বাবধানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় রবিবার। পাশাপাশি স্টোর কিপার প্রদীপ কুমার দাস কে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন, হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অনির্বাণ বসু, হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক সিডিপিও আব্দুল সাত্তার, হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তাহমিনা খাতুন, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অমল কৃষ্ণ মন্ডল তুলসীহাটা সার্কেলের বিদ্যালয় পরিদর্শক মাসুম করিম আনসারী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রথমে প্রদীপ প্রজ্জলন এবং জাতীয় সংগীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরবর্তীতে যে ভাবে অন্নপ্রাশনের সময় শিশুদের সাজিয়ে জাঁকজমক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া হয়। ঠিক সেই আদলে স্থানীয় কয়েকজন শিশুকে অন্নপ্রাশনের সাজে সাজিয়ে তাদের মুখে অন্ন তুলে দেন উপস্থিত আধিকারিকরা।যে মনগ্রাহীর দৃশ্য এবং উদ্যোগ দেখে আপ্লুত অতিথিরা। এছাড়াও স্থানীয় শিল্পীরা সংগীত এবং নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেন। মূলত এই অনুষ্ঠান থেকে সচেতনতার বার্তা দেন সিডিপিও। এখনো বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটতে থাকে। আর তারপরে নির্দিষ্ট বয়সের আগে সন্তান সম্ভবা হয়ে পড়ে অনেক কিশোরী। পুষ্টির অভাবে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে।ফলে তাদের সদ্যোজাত দুর্বল এবং অসুস্থ হয়।পুষ্টি দিবসের এই অনুষ্ঠান থেকে মূলত এই নিয়ে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেন স্থানীয় বিধায়ক এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিও।

প্রসঙ্গত পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষে এই ধরনের অনুষ্ঠান হরিশ্চন্দ্রপুরে প্রথম। সচেতনতা বার্তা দেওয়ার যে উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টা তা নজর কেড়েছে সকলের। সিডিপিওর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন উপস্থিত সকল অতিথিরা। এখনো শুধুমাত্র সচেতনতার অভাবে প্রান্তিক এলাকায় অনেকেই অপুষ্টির শিকার হয়। সেক্ষেত্রে এই ধরনের অনুষ্ঠান যথেষ্ট প্রয়োজনীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

ইন্ডিয়া জোট হিন্দুত্বকে ঘৃণা করে!'

উদয়নিধির মন্তব্যকে জোটের ঘাড়ে ঠেললেন শাহ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সনাতন ধর্মকে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্টালিনের ছেলে উদয়নিধি স্ট্যালিন। তাঁর এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ইন্ডিয়া জোটকেই নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজস্থানে ভোট প্রচারে গিয়ে তিনি বললেন, বিরোধী জোট আসলে 'হিন্দুত্বকে ঘৃণা' করে।প্রসঙ্গত, শনিবার চেন্নাইয়ে একটি অনুষ্ঠানে উদয়নিধি বলেন, 'কয়েকটি বিষয়ের বিরোধিতা করা যায় না। সেগুলি শুধুমাত্র ধ্বংস করে ফেলতে হয়। আমরা ডেঙ্গি, মশা, ম্যালেরিয়া বা করোনার বিরোধিতা করতে পারি না। আমাদের সেগুলিকে ধ্বংস করে দিতে হবে। ঠিক সেভাবেই আমাদের সনাতনকে নির্মূল করতে হবে। সনাতনের বিরোধিতার পরিবর্তে সেটাকে পুরোপুরি নির্মূল করা উচিত। সংস্কৃত থেকে সনাতন শব্দ এসেছে। যা সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যের ধারণার বিরোধী।'

বক্তব্যের শুরুতে আলোচকদের প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'এই আলোচনাচক্রের উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সনাতন-বিরোধী আলোচনাচক্রের পরিবর্তে আপনারা এই আলোচনাচক্রের নাম দিয়েছেন সনাতন বিলুপ্তি আলোচনাচক্র। যে সিদ্ধান্তের প্রশংসা করছি।' তাঁর এই মন্তব্যের পর শুরু হয় রাজনৈতিক তারজা। রাজস্থানের ডুঙ্গারপুরে একটি সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বিরোধী জোটের উদ্দেশে অমিত শাহ বলেন, 'আপনারা কীসের মূল্যে ক্ষমতা চান? আপনারা সনাতন ধর্ম এই দেশের সংস্কৃতি এবং ইতিহাসকে অসম্মান করছেন।'

প্রসঙ্গত ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে রয়েছে স্ট্যালিনের পার্টি ডিএমকে। তাই উদয়নিধির মন্তব্যকে ধরেই অমিত শাহ তাঁর বক্তব্যে ইন্ডিয়া জোটকে নিশানা করেছেন।

তিনি বলেন, প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী তথা তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ছেলে চাইছেন সনতান ধর্মকে শেষ করে দিতে। শ্রোতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন,'আপনারা কি সেটাই চান?'

জনসভায় তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর বিবৃতিকেও উল্লেখ করে বলেন, 'তিনি একবার বলেছিলেন বাজেটে প্রথম অধিকার সংখ্যালঘুদের। কংগ্রেস আসলে ভোট ব্যাঙ্কের লোভে বাজেটে প্রথম অধিকার সংখ্যালঘুদের দিয়েছিল।'হিন্দু সংগঠনগুলিকে সন্ত্রাসী সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে তুলনা করার জন্য শাহ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকেও নিশানা করেন।

দলীয় কার্যালয়ে অগ্নিকাণ্ডের প্রতিবাদে জিটি রোডে

অবরোধ বিজেপির, ভোগান্তি পথচলতিদের

হুগলি: নিউজ সারাদিন : শ্রীরামপুরে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে আগুন। পুড়ে ছাই গোটা কার্যালয়। তৃণমূল নেতৃত্ব আগুন লাগিয়েছে, অভিযোগ পদ্মশিবিরের। প্রতিবাদে জিটি রোড অবরোধ বিজেপির। অভিযুক্ত গ্রেপ্তার না হলে বড়সড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দলীয় কর্মী-সমর্থকদের।

তৃণমূলের তরফে অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বেই অগ্নিকাণ্ড ঘটে থাকতে পারে বলেই দাবি ঘাসফুল শিবিরের। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। প্রতিবাদে জিটি রোড অবরোধ গেরুয়া শিবিরের। তার ফলে জিটি রোডে তীব্র যানজট তৈরি হয়। তবে বেশ কিছুক্ষণ পর পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়। যানচলাচল স্বাভাবিক হয়।রবিবার সকালে সকলে দেখেন শ্রীরামপুরের পিয়ারাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর রাজ্যধরপুর চাঁপসারার দলীয় কার্যালয়টি একেবারেই পুড়ে গিয়েছে।ভস্মীভূত ভিতরে থাকা কাগজপত্র-সহ প্রায় সবকিছুই। বিজেপির দাবি, তৃণমূল নেতৃত্বই দলীয় কার্যালয়ে আগুন লাগিয়েছে।বিজেপি কর্মী অমরনাথ ঘোলদার বলেন, 'প্রতিদিন রাত নটা-দশটা পর্যন্ত বিজেপি কর্মীরা থাকেন দলীয় কার্যালয়ে। শনিবারও আমরা ছিলাম। ভোরে খবর পেলাম আগুন লেগেছে। কে আগুন লাগিয়েছে ধরা যায়নি। তবে শাসকদল চাইছে দলীয় কার্যালয়টি তুলে দিতে। তাই এই কাজ করেছে।'

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮-২০৩১

১-ম পাতার পর

শেষ মুহুর্তেও ধূপগুড়িতে অব্যাহত দলবদলের হিড়িক, সামাল দিতে মাঠে অভিষেক- শুভেন্দু

বানানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে, গত সন্ধ্যায় নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি কোণ থেকে স্থানীয়দের ড্রাম, মিষ্টি এবং সবুজ আবীর নিয়ে রাস্তায় নেমে উদযাপনের দৃশ্য দেখা গেছে।সমর্থন এবং সম্প্রীতির একটি আকর্ষণীয় উদাহরণ হিসেবে, ধূপগুড়ি নাগরিক মঞ্চ, যা মহকুমার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছিল। তাঁরা মানুষের মধ্যে লাড্ডু বিতরণ ছাড়াও পোস্টার এবং ব্যানারের মাধ্যমে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

১-ম পাতার পর

ভারত একসময় দুর্নীতি-সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত দেশ হবে', সময়সীমা বেঁধে দিলেন মোদী

শততম স্বাধীনতা দিবস পালন করবে তখন দেশের মানুষ ভারতকে এক উন্নত দেশ হিসেবেই দেখবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত ২০৪৭ সালে এক উন্নত দেশ হিসেব পরিণত হবে। মানুষের জীবনে দ ু র্ নীতি, সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাতের কোনও সমস্যা থাকবে না।

জি ২০ সম্মেলনের কথা টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পৃথিবী এখন ভারতের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভবিষ্যতের পৃথিবী কেমন হবে তা আমাদের কর্মকাণ্ড ও দর্শনের উপরে অনেকটাই নির্ভর করছে। বহুদিন ধরে ভারতকে মনে করা হতো একশো কোটি ক্ষুধার্থ মানুষের দেশ। এখন মনে কা হয় ভারত হল একশো কোটি উচ্চাকাঙ্খী মানুষ ও দুশো কোটি দক্ষ হাতের দেশ।

১-ম পাতার পর

দিল্লিতে মোদী-হাসিনা বৈঠকে তিস্তা, গঙ্গা নিয়ে আলোচনা চায় ঢাকা

সম্মেলনে যোগ দিতে।

বাংলাদেশ এই জোটের সদস্য নয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের নিকট বন্ধু হিসাবে কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হাসিনা তাঁদের অন্যতম। গত এক বছর যাবত জি-২০ সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনাতেও বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে নয়াদিল্লি।রবিবার ঢাকায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেন, দুই প্রধানমন্ত্রীর একান্ত বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ের সঙ্গে তিস্তার জল নিয়েও কথা হবে। বাংলাদেশের এজেন্ডায় তিস্তা থাকছে, জানিয়েছেন সে দেশের পররাষ্ট্রসচিব।

প্রসঙ্গত, ১০ বছরের বেশি হয়ে গেল উত্তরবঙ্গের এই নদীর জল বাংলাদেশকে দেওয়া নিয়ে চুক্তি সম্পাদন আটকে আছে। ২০১২ সালে ততকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফরে তিস্তা নিয়ে চুক্তি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকারকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে চুক্তি করা হচ্ছে। এরফলে উত্তরবঙ্গের মানুষ ক্ষতির মুখে পড়বেন। মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তিকে মর্যাদা দিয়ে সেই সফরে তিস্তা চুক্তি করা হয়নি। তবে বাংলাদেশকে জল দেওয়া হবে না, এমন কথা ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কখনই বলা হয়নি। নবান্নও বার্তা দিয়েছে, তিস্তায় জলের প্রবাহ বাড়লে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবস্থান পর্যালোচনা করবে। সূত্রের খবর, কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়মিত বৈঠকে তিস্তা, গঙ্গা-সহ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বহমান নদীগুলির জলের পরিমাণ নিয়ে তথ্য বিনিময় হয়ে থাকে।

সংসদের বিশেষ অধিবেশন নিয়ে জল্পনা, কতটা প্রস্তুত নতুন সাংসদরা ?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সেপ্টেম্বরে সংসদের বিশেষ অধিবেশন। ১৮ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হবে এই বিশেষ অধিবেশন। গত বৃহস্পতিবার হঠাতই সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকায় জল্পনা ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। কারণ এই অধিবেশনের কর্মসূচী কী, , কোন বিল পেশ করা হবে কিনা ,সেসব বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কিছু জানানো হয়নি।সংসদের অধিবেশন ডাকার পরের দিনই কেন্দ্রীয় সরকার 'এক দেশ, এক ভোট' সংক্রান্ত কমিটি গড়ার কথা জানায়। আর তাকে নিয়েই জল্পনা ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলের নেতা-নেত্রীদের মধ্যে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের অনুমান, যখন তখন ভোট ঘোষণা করা হতে পারে। আবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশঙ্কা এই বছরের শেষেই লোকসভা ভোট ঘোষণা হতে পারে। যদিও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, নির্দিষট সময়ের আগে লোকসভা ভোট হওয়ার সম্ভাবনা কম।

সংসদের বিশেষ অধিবেশন নিয়ে আরও এক জল্পনা মাথা চাড়া দিচ্ছে। সূত্রের খবর, এই বিশেষ অধিবেশন পুরনো সংসদ ভবন থেকে নতুন সংসদ ভবনে স্থানান্তরিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে নতুন সংসদ ভবনে প্রবেশের স্মৃতি ধরে রাখতে ছবি তোলাও হতে পারে। পাশাপাশি 'এক দেশ, এক ভোট' সংক্রান্ত কমিটি গঠনও সংসদের বিশেষ অধিবেশনের উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল তৈরি করেছে। এক দেশ , এক ভোটের বিল এই বিশেষ অধিবেশনে পেশ করতে পারে সরকার এমন জল্পনাও ডানা মেলেছে। জল্পনামাফিক বিভিন্ন দলের সাংসদরা যখন প্রস্তুতি নিচ্ছেন , তখন এই বিশেষ অধিবেশন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন তৃণমূলের টিকিটে সদ্য রাজ্যসভায় যাওয়া নতুন সাংসদরা। সম্প্রতি বাংলা থেকে সাতটি রাজ্যসভা আসনে তৃণমূলের ছ'জন গিয়েছেন সংসদের উচ্চকক্ষে। তাঁদের মধ্যে তিন জনই নতুন। সেই নতুন মুখদের মধ্যে রয়েছেন সামিরুল ইসলাম এবং প্রকাশ চিক বরাইক। যাঁরা শুধুমাত্র শপথ নিয়েছেন। কিন্তু সংসদের অধিবেশন নিয়ে তাঁদের কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। কারণ, সংসদের বাদল অধিবেশন শেষের পর তাঁদের শপথ অনুষ্ঠান হয়।সংসদের বিশেষ অধিবেশনের জন্য তিনি কতটা তৈরি তার জবাবে সামিরুল বলেন, তিনি শুধু শপথই নিয়েছেন। এখনও রাজ্যসভার সাংসদের সচিত্র পরিচয়পত্রও পাননি। তিনি আরও জানান, এখনও দলের পক্ষ থেকে তাঁকে বিশেষ অধিবেশন নিয়ে কিছু বলা হয়নি। অন্যদিকে প্রকাশ চিক বরাইক ততটা বিচলিত নন। তাঁর কথায়, "এখনও সাংসদ হিসাবে আমার কাছে বিশেষ অধিবেশন নিয়ে কোনও বিজ্ঞপ্তি আসেনি। এলে দল যেমন বলবে, তেমনই করব।" এখন তাঁদের ভরসা দলের দীর্ঘ দিনের সাংসদরা।

সংসদীয় সাংস্কৃতিক কর্মসূচী এক মহতী উদ্যোগ, এখানে আয়োজিত উৎসবে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে প্রতিভার স্বাক্ষরকে তুলে ধরার সুযোগ রয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর , ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, সংসদীয় সাংস্কৃতিক কর্মসূচী একটি সুন্দর উদ্যোগ। এই কর্মসূচীতে যে সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন করা হয়, সেখানে বিভিন্ন সংসদীয় কেন্দ্রের নাগরিকরা অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তিনি সকলকে এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানান। এক্স পোস্টের এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন; "সংসদীয় সাংস্কৃতিক কর্মসূচী একটি সুন্দর উদ্যোগ। এই কর্মসূচীতে যে সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন করা হয়, সেখানে বিভিন্ন সংসদীয় কেন্দ্রের নাগরিকরা অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। বর্তমানে বিজেপির সাংসদরা এই কর্মসূচী আয়োজনে অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করেন। আমিও আমার কাশীতে এধরনের এক উদ্যোগ নিয়েছিলাম। আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী সকলকে উৎসাহিত করুন।"

বিদায়ী ওসিকে সন্মান জানাতে প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে মগরাহাট থানার পুলিশ ও সাংবাদিকের মধ্যে সংগঠিত হল সম্প্রীতির ফুটবল ম্যাচ

মগরাহাট: নিউজ সারাদিন : শুক্রবার রাজ্যের সর্বত্র পালিত হয়ে গেছে পুলিশ দিবস। রাজ্যের মূখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই দিনটি পুলিশদের জন্য ঘোষনা করেন।পুলিশ দিবস উপলক্ষে এবং মগরাহাট থানার বিদায়ী ওসি আব্দুস সামাদ আনসারীর বদলি হয়ে যাওয়া সেই উপলক্ষে এ্যানলোর মাঠে মগরাহাট প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে মগরাহাট থানার পুলিশ একাদশ ও সাংবাদিকদের মধ্যে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্প্রীতির ফুটবল ম্যাচ সংগঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সি আই সুবীর কুমার বাগ, মগরাহাট থানার নতুন ওসি আসাদুল শেখ, বিদায়ী ওসি আব্দুস সামাদ আনসারী, ডায়মন্ড হারবার প্রেস কর্নারের সভাপতি কিংশুক ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকগন।খেলায় এক চার গোলে ম্যাচ জিতে যায় পুলিশের দল। পুলিশ একাদশ দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন মগরাহাট প্রেস ক্লাবের সভাপতি অবাইদুল্লাহ লস্কর ও কিংশুক ভট্টাচার্য।এছাড়াও প্রেস ক্লাব একাদশের হাতে ট্রফি তুলে দেয় বিদায়ী ওসি আব্দুস সামাদ আনসারী ও অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক।

এছাড়াও ম্যাচে ভালো খেলার জন্য ম্যান অফ দা ম্যাচ বিদায়ী ওসি আব্দুস সামাদ আনসারী কে পুরস্কৃত করা হয়। সবার শেষে বিদায়ী ওসি আব্দুস সামাদ আনসারী ও নতুন ওসি আসাদুল শেখকে ডায়মন্ড হারবার প্রেস কর্নারের পক্ষ থেকে তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

ছায়াপথ প্রকাশনী -র তৃতীয় সংকলন
কবিতা ও অনুগল্প সংকলন
অন্তহীন
ঃ লেখক সূচী ঃ
বিশিষ্ট অতিথির কলমে— বিদ্যুৎ ভৌমিক
| আকসারুজ্জামান সেখ | অমরেশ বিশ্বাস | অনীক মৈত্র | অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী | অনুপ কুমার চৌধুরী | অন্বেষা বিশ্বাস | অর্কপ্রভ পাল | অরুণিমা ভট্টাচার্য্য | অত্রিক ব্যানার্জি | বিজন বিহারী জানা | ঈপ্সিতা ঘোষাল | গৌরী দে | জয়ীতা মাইতি | জয়দীপ বিশ্বাস | কাজী শাওনী মহান্তি | করবী মুখোপাধ্যায় | কারিমা ইয়াসমিন | কৌশিক সাহা | কৃষ্ণপদ হালদার | কৃষ্ণ চন্দ্র সরদার (সাহেব বাবু) | মৈত্রী পাল | মহঃ রিজওয়ান পারভেজ | নাজমা পারভিন | নুরনাহার খাতুন | পায়েল মণ্ডল | প্রভাকর রাউল | প্রাণ কুমার সাহা | প্রনতী মুখোপাধ্যায় | প্রতনু ভট্টাচার্য্য | প্রতীক চ্যাটার্জী | প্রিয়া নন্দী | প্রিয়া ভূঁইয়া | প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল | প্রথম জানা | রানী খাতুন | রাতুল মজুমদার | রেশমা বানু | সাগর চৌধুরী | শঙ্খ শুভ্র চ্যাটার্জি | সানু বিশ্বাস | শতদল দাস | শতরূপা সাহা | সায়ন রায় | অঙ্কিত রায় | শেখ আব্দুল রহমান | শিল্পা মিশ্র | শ্রেয়া কুণ্ডু | শুভজিৎ শরণ | স্নেহমিতা চ্যাটার্জি | স্নিগ্ধা রায় | সৌচিত্র নাগ | সৌভিক চক্রবর্ত্তী | সৃজা পাল সেনগুপ্ত | শ্রীবাস মণ্ডল | শুভেন্দু মণ্ডল | সুদর্শন পাত্র | সুজাতা রায় | তারিখ আজিজ | তৌফিক হাসান | উৎপল রায় | নেহা অধিকারী | অঙ্কিতা পাল | বাদশা মণ্ডল | ভোলানাথ মণ্ডল | বিদ্যা কুম্ভকার | বীরেন্দ্রনাথ মহাপাত্র | দীপান্বিতা পোদ্দার | দিয়া পোদ্দার | ডোরা মিত্র | সংঘমিত্রা মুখোপাধ্যায় | উৎপল রায় | এলিসা তালুকদার | গঙ্গাধর পরামানিক | জয়শ্রী চ্যাটার্জী | জয়দীপ ভট্টাচার্য্য | কাজল আচার্য্য | কৌস্তুভ দাস | মিনতি মণ্ডল | মৌপিয়া জানা | নাসরীন পারভীন | নীনা দত্ত | নিবেদিতা দে | পার্থ কুমার | পীযূষ হালদার | প্রণয় ঘোড়ুই | রাহুল মণ্ডল | সফিকুল হালদার | শামীম মণ্ডল | সংযুক্তা ঘোষ | স্নেহাশীষ ভট্টাচার্য্য | শুভদীপ সান্যাল | সুদর্শন বিশ্বাস | সুকল্যাণ দে | সুপ্রিয় বোস | সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় | সুশোভন গোস্বামী | সুতৃষ্ণা ব্যানার্জী | স্বপন দত্ত | তন্ময় দত্ত | তন্ময় নাগা | তিতাস রায় | তুর্না দত্ত | তুষার রায় | উৎসব দাস | পায়েল নস্কর | অর্ঘ্যকমল দাস |
আপনাদের মতো গুণী সাহিত্যিকদের সাহিত্য ইতিমধ্যেই সমৃদ্ধ করেছে
আমাদের অন্তহীন কবিতা ও অনুগল্প সংকলন-কে
প্রকাশক ও সম্পাদিকা ঃ অদিতি আচার্য্য

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৪৪ সংখ্যা ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সোমবার ১৭ ভাদ্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

উপাচার্যই প্রধান, সরকারি নির্দেশ মানতে বাধ্য নয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি! নতুন নির্দেশ রাজ্যপালের

রাজ্য ও রাজ্যপাল সংঘাত নতুন নয়। যতদিন যাচ্ছে সেই সংঘাত বেড়েই চলেছে। রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজভবনের বিবাদ নতুন মাত্রা নিল। রাজভবনের নতুন বিজ্ঞপ্তি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হল। নতুন বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আচার্যের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উপাচার্যই।

এই বিজ্ঞপ্তি সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে যায় রাজনৈতিক মহলে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের কথায়, উপাচার্যদের ক্ষমতা নিয়ে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রায় শূন্য করে দেওয়া হল। যদিও এই নিয়ে রাজ্যের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।তাঁর অধীনস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কর্মী উপাচার্যের নির্দেশই মেনে চলবেন, অন্য কারও নয়। সরকার তাঁদের নির্দেশ দিতে পারে, কিন্তু সেই নির্দেশ মানতে বাধ্য নয় বিশ্ববিদ্যালয়!

শনিবার এই বিজ্ঞপ্তি রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পাঠানো হয়েছে। দিন দু'য়েক আগেই রাজভবন উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল। তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছিল, পড়ুয়াদের ডিগ্রি, অন্যান্য জরুরি নথি না পাওয়ার সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নতুন অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিযুক্ত হওয়া না পর্যন্ত আচার্য তথা রাজ্যপালই সেই দায়িত্ব সামলাবেন। পড়ুয়ারা যেকোনও অভিযোগ সরাসরি রাজ্যপালকে জানাতে পারবেন।

যা নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কের মাঝেই সামনে এল রাজভবনের নতুন বিজ্ঞপ্তি। সেই বিজ্ঞপ্তির প্রথমেই বলা হয়েছে, উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠকে কিছু সমস্যার কথা সামনে এসেছে। সেইসব সমস্যা নিয়ে আইন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করেই কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উপাচার্য, সহ-উপাচার্য, রেজিস্ট্রার হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যর নির্দেশেই কাজ করবেন সহ-উপাচার্য, রেজিস্ট্রার ও অন্যান্য কর্তারা। তাঁরা সরকারের নির্দেশ মানতে বাধ্য নয়। সরকারি নির্দেশ যদি উপাচার্য মান্যতা দেন, তবেই সেটা কার্যকর করা হবে। আর আচার্য যেহেতু শিক্ষাগত প্রধান তাই তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করে চলবেন উপাচার্য, সহ-উপাচার্য, রেজিস্ট্রাররা।

উল্লেখ্য, রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত গড়িয়েছে হাইকোর্ট পর্যন্ত। ১৫ সেপ্টেম্বর সেই মামলার শুনানি রয়েছে। সেসব মীমাংসা হওয়ার আগেই সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য হিসেবে বুদ্ধদেব সাউকে নিযুক্ত করেছেন রাজ্যপাল। বৃহস্পতিবার ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটিতে কার্যকরী উপাচার্য হিসেবে ডঃ রাজকুমার কোঠারিকে নিযুক্ত করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে রাজভবনের সংঘাত বাড়ছে। সরকারের অভিযোগ, রাজ্যের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা ছাড়াই রাজ্যপাল একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করে চলেছেন। রাজ্যের পাঠানো তালিকায় মান্যতা দেওয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ। সেই সংঘাতের মাঝেই সামনে এল নতুন বিজ্ঞপ্তি।

আফ্রিকা ইউনিয়নকে জি২০র সদস্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর মোদীর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতে শুরু হতে চলেছে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন। তারই প্রস্তুতি চলছে চূড়ান্ত পর্যায়ে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাতকারে বলেছেন, ভারত ২০টি বৃহত্তম অর্থনীতির গোষ্ঠীর পূর্ণ সদস্য হিসেবে আফ্রিকান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তিকে পূর্ণ সমর্থন করবে। কারণ সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্ব ও স্বীকৃতি ছাড়া ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সফল হতে পারে না।এর আগে প্রধানমন্ত্রী মোদী ভয়েস অব দ্যা গ্লোবাল সাউথ সামিটে ভারতের হোস্টিংএর কথাও উল্লেখ করেছিলেন। যার উদ্দেশ্যই হল উন্নয়নশীল দেশহুলির মুখোমুখি চ্যালেঞ্জগুলি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে আসা।

প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে গ্লোবাল সাউথের "বৃহত্তর অন্তর্ভুক্তির" দিকে প্রচেষ্টা, বিশেষ করে আফ্রিকা বৈশ্বিক বিষয়ে গতি পেয়েছে এবং ভারতের এ২০ প্রেসিডেন্সি তথাকথিত 'তৃতীয় বিশ্বের' দেশগুলিতে "আস্থার বীজ" বপন করেছে। তিনি আরও বলেছেন উন্নত দেশগুলির সহযোগিতায় এই সব ঘটবে, কারণ আজ, তারা গ্লোবাল সাউথের সম্ভাবনাকে আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বীকার করছে এবং এই দেশগুলির আকাঙ্ক্ষাকে বৈশ্বিক ভালোর জন্য একটি শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে জি-২০ বিশ্বের ১৯টি দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।জি-২০ বৈঠক শুরুর আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই বার্তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

গত সপ্তাহেই একটি সাক্ষাতকারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন আফ্রিকা ভারতের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এটি তাদের বিশ্বব্যাপী বিষয়গুলিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাজ করে যাবে। আফ্রিকার কণ্ঠস্বরকে প্রাধান্য দিতে হবে। তিনি আরও বলেছিলেন, গত কয়েক বছর ভারত নিজেকে একটি নেতৃত্বস্থানীয় কণ্ঠস্বর হিসেবে তুলে ধরেছে। গ্লোবাল সাউথ বা উন্নয়নশলী দেশগুলির, বিশেষ করে আফ্রিকা মহাদেশের চ্যালেঞ্জ ও আকাঙ্ক্ষাগুলিকে চিহ্নিত করেছে। সাক্ষাতকার দেওয়ার সময় মোদী আরও বলেছেন, ভারতের জি-২০ প্রেসিডেন্সির থিম হল 'বসুধৈব কুটুম্বকম- এক পৃথিবী এক পরিবার আর এক ভবিষ্যত'। এই থিমের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায় আফ্রিকা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তি। ভারতের এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বের কাছে তুলে ধরা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।শুধুযে সাক্ষাতকারে এমনটা বলেছেন তা নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোগী আগেই আফ্রিকান ইউনিয়নের জি-২০ সদস্য ইস্যুতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। জুন মাসে মোদী জি-২০ নেতাদের কাছে চিঠি লিখে আফ্রিকান ইউনিয়নকে দিল্লিতে জি-২০ দলের পূর্ণ সদস্যপদ দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। তারই এক মাস পরে জুলাইতে কর্ণাটকের হাম্পিতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জি-২০ শেরপা বৈঠকের সময় শীর্ষ সম্মেলনের খসড়া কমিউনিকের মধ্যে প্রস্তাবটি আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। আগামী ৯-১০ সেপ্টম্বর দিল্লিতে জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তের ওপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দক্ষিণী আগম শাস্ত্রের মত শিব পুরাণ ও লিঙ্গপুরাণ রচিত হয়েছে উত্তর ভারতে। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও অতিকায় শিবমন্দির ছড়িয়ে আছে সারা ভারতে। তামিল 'শিবপ্পু' বা রক্তবর্ণ থেকে হয়তো শিব শব্দের উৎপত্তি। রাঢ়ের রক্ত মৃত্তিকার সঙ্গে কান্তারবাসী রুদ্র শিবের মিল অনেক।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তৃতীয় পর্ব)

বনাশ্রম প্রথার কথা। বেদে সমাজকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। সত, ধার্মিক ব্যাক্তিকেই ব্রাহ্মন বলা হয়, যারা মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করে তাদের ক্ষত্রিয়, ব্যাবসায়ী ও শিক্ষিত ব্যাক্তিদের বৈশ্য এবং বাকী মানুষদের শূদ্র বলা হত। এই ভাগ হয়েছিল কর্মের ভিত্তিতে। হিন্দু সোনা তিনি ধর্মের ইতিহাস বলতে গেলেই বলতে হয়,হিন্দু শব্দটির উৎপত্তি

হিন্দুধর্ম একাধিক ধর্মীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়ে গঠিত। এই ধর্মের কোনো একক প্রতিষ্ঠাতা নেই। লৌহযুগীয় ভারতেরঐতিহাসিক বৈদিক ধর্মে এই ধর্মের শিকড় নিবদ্ধ। হিন্দুধর্মকে বিশ্বের "প্রাচীনতম জীবিত ধর্মবিশ্বাস" মতবাদ আখ্যা দেওয়া হয়।

অনেকের মতে হিন্দু শব্দটি আর্যদেরকে আফগানিস্তানের বাসিন্দা বা আফগানেরা দিয়েছে তারা সিন্দু নদের তীরবর্তীসনাতন ধর্মের সাধু সন্ন্যাসিদেরকে হিন্দু বলত, আর এই ভাবেই হিন্দু নামটি এসেছে।কিন্তু এই তথ্যটি ঐতিহাসিকভাবে সত্যতা নিশ্চিত করে না।

হিন্দু শব্দটি উৎসারিত হয়েছে সংস্কৃত সিন্ধু শব্দটি থেকে। সিন্ধু ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি ঐতিহাসিক নদীর নাম ঋগ্বেদে সিন্ধু নদের স্তুতি করা হয়েছে। পরবর্তীকালের আরবি সাহিত্যেও আল-হিন্দ শব্দটির মাধ্যমে সিন্ধু নদ অববাহিকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে।প্রকৃতপক্ষে ৭১২ খৃষ্টাব্দে যখন মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু প্রদেশ জয় করেন তখন থেকে তাদের মধ্যে সিন্ধুর স্থলে হিন্দ শব্দটির ব্যাপক প্রচলন ঘটে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতের নামের সমার্থক শব্দ হিসেবে হিন্দুস্তান বা হিন্দুস্থান শব্দটির উৎপত্তি হয়। এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ "হিন্দুদের দেশ"।

হিন্দু ধর্মের সংজ্ঞা ও পরিচিতি

প্রথমদিকে হিন্দু শব্দটি ধর্মনির্বিশেষে ভারতীয় উপমহাদেশের সকল অধিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। কেবলমাত্র চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্য ভাগবত ইত্যাদি কয়েকটি ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থে যবন বা ম্লেচ্ছদের থেকে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের পৃথক করার জন্য শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপীয় বণিক ও ঔপনিবেশিক শাসকেরা ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসগুলির অনুগামীদের একত্রে হিন্দু নামে অভিহিত করে। ধীরে ধীরে এই শব্দটি আব্রাহামীয় ধর্মসমূহ অথবা অবৈদিক ধর্মবিশ্বাসগুলির (যেমন জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও শিখধর্ম) অনুগামী নন এবং সনাতন ধর্ম নামক ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এমন সকল ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে পড়ে।

ইংরেজি ভাষাতে ভারতের স্থানীয় ধর্মীয়, দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলি বোঝাতে হিন্দুইজম বা হিন্দুধর্ম কথাটি চালু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি তথা বিশিষ্ট দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একে "একটি বিশ্বাসমাত্র" বলতে অস্বীকার করেন। বরং এই ধর্মের যুক্তি ও দর্শনের দিকটি বিচার করে তিনি খোলাখুলিভাবেই এই মত ব্যক্ত করেন যে হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা দান করা অসম্ভব। শুধুমাত্র এই ধর্ম অনুশীলনই করা যায়। তার মতে হিন্দুত্বকে ধর্ম না বলে জীবন ব্যবস্থা বলা উত্তম।

একই ধরনের মতামত মহাত্মা গান্ধী প্রদান করে বলেছেন, হিন্দুত্বের সকল মানুষকে নিজ নিজ বিশ্বাসের অনুবর্তী থেকে ঈশ্বরের উপাসনা করা যায়।এভাবে করে অন্যান্য ধর্মের লোকদের পাশাপাশি স্বীয় ধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে শান্তি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে বসবাস করে জাগতিক তৃপ্তি লাভ করা যায়।

তেমনই কোনো কোনো পণ্ডিত সুসংজ্ঞায়িত ও রক্ষণশীল ধর্মীয় সংগঠন না বলে হিনদুধর্মকে "অস্পষ্ট সীমানায়" বর্গায়িত করার পক্ষপাতী। কয়েকটি ধর্মমত হিন্দুধর্মে কেন্দ্রীয়। অন্যগুলি ঠিক কেন্দ্রীয় না হলেও এই পরিসীমার আওতার মধ্যেই পড়ে। এরই ভিত্তিতে ফেরো-লুজি হিন্দুধর্মের সংজ্ঞায়নে একটি "উদাহরণমূলক তাত্ত্বিক অন্বেষণ" ("প্রোটোটাইপ থিওরি অ্যাপ্রোচ") চালিয়েছেন।

তাই শ্রীগোবিন্দ দাস বলেন

No definition is possible for religion, because it is undefined. [Hinduism: 45]

একই সুরে রাধাকৃষ্ণ এভাবে সংজ্ঞা প্রদান করে বলেছেন,

Nothing is more difficult to be defined than Hinduism.

শ্রী গিরির মতে, বেদে স্বপ্রমিত ও সতঃসিদ্ব সত্যরাজি নিহিত এই কথা যে বিশ্বাস করে সেই হিন্দু আর তার এই ধর্মকে হিন্দু ধর্ম বলে।

স্বামী শ্রী বিষ্ণু শিবানান্দ গিরী তার রচিত হিন্দু ধর্মের প্রবেশিকায় লিখেছেন,

ভারতে উদ্ভূত যেকোন ধর্মে যিনি বিশ্বাসী হবেন, তিনিই হিন্দু।

কিন্তু এই বক্তব্য সঠিক নয়।কারণ ভারতের লোকেরা পরবর্তীতে বিভিন্ন ধর্ম তথা বৌদ্ব,জৈন,ব্রাহ্ম,বিষ্ণু প্রভৃতি ধর্মের অনুসারী হওয়া শুরু করে। তাই ভ্যানকাটা রমন বলেন, যেসব ব্যক্তি ইসলাম, জৈন, বৌদ্ব, খ্রীষ্টান, পার্সী, ইয়াহূদী যা জগতের অন্যান্য ধর্মের অন্তর্ভূক্ত নয় এবং যাদের উপাসনার রূপ একেশ্বরবাদ থেকে ফেটিশবাদ পর্যন্ত প্রসারিত এবং যার ধর্মতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত তাদেরকে হিন্দু রুপে এবং তাদের অবলম্বিত ধর্ম হল হিন্দু ধর্ম।

ড. পরেশমণ্ডল ও ড. দিলীপ কুমাড় ভট্টাচার্য বলেন, বৈদিক এবং বেদ অনুমোদিত পৌরাণিক আদর্শ যারা সমাদর করে,বেদে ধর্মীয় শাস্ত্রানানোমোদিত বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম সাধনা,উপাসনা করেন এবং সনাতন ধর্মের কল্যাণ চিন্তাকে জীবনের প্রয়োগ করে,জীবন-যাপন করে তারা হিন্দু আর তাদের ধর্মে হল হিন্দু।

স্বামী বিষ্ণু বলেন যিনি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় নিষ্ঠাবান,গোবৎস বেদকে মাতৃতুল্য মনে করেন, দেবমূর্তিকে অবজ্ঞা করেন না,সকল ধর্মকে সমাদর করেন, পুনর্জন্মে বিশ্বাসী,সর্বজীবকে আত্মপৎ মনে করেন,তিনিই হিন্দু।

Oxford Dictionary তে বলা হয়েছে, The main religion social system of India, which meludes the worship of several Gods and in reincarnation. [Hinduism] Encyclopedia of Britannica তে বলা হয়েছে,

The name of Hinduism means the civilizations of the hindu. Originally the inhabitants of the land of the land of Indus rivers. উনবিংশ শতকে হিন্দু পুনর্জাগরণবাদীগণ 'হিন্দু-ইজম' শব্দটির প্রয়োগ শুরু করার পর থেকেই হিন্দুধর্ম একটি বিশ্বধর্ম হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।এছাড়াও শব্দটির প্রাথমিক প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন পশ্চিমা প্রাচ্যবিদ বা 'প্রথম যুগের ভারততত্ত্ববিদগণ', যাঁদের বক্তব্য সাধারণত একপেশে ছিল বলে মনে করা হয়। যদিও হিন্দুধর্মের শিকড় ও তার বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার প্রাচীনত্বের ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। সকলেই স্বীকার করেছেন যে প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতা থেকে ঐতিহাসিক বৈদিক সভ্যতার প্রাথমিক পর্ব জুড়ে ছিল হিন্দুধর্মের সূচনালগ্ন। কেবলমাত্র ধর্মবৈভিন্ন প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বৈদিক সংস্কারের ভিত্তিতে হিন্দুধর্মের একটি রূপ দান করেছেন পশ্চিমা প্রাচ্যবিদগণ এমন কথাও বলেছেন কেউ কেউ। কিন্তু তা সত্য নয়।

পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে, ধর্ম কি এবং কিভাবে তা আরও প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত তারই বিচারে হিন্দুধর্মকে যাচাই করা হয়। 'ধর্মবিশ্বাস' ('ফেইথ') শব্দটি 'ধর্ম' ('রিলিজিয়ন') অর্থে প্রয়োগের ফলে এই বিষয়ে জটিলতা বৃদ্ধি পায়। কোনো কোনো পণ্ডিত এবং অনেক হিন্দু দেশীয় 'সনাতন ধর্ম'-এর সংজ্ঞাটির পক্ষপাতী।এই সংস্কৃত শব্দবন্ধটির অর্থ 'চিরন্তন ধর্ম (বিধি)' বা 'চিরন্তন পন্থা।

এই ধর্মের অন্যান্য নামসমূহ হল আর্য,সনাতন,বর্ণাশ্রম ও ব্রাহ্ম ইত্যাদি।

নিম্নে হিন্দু ধর্মের প্রধান প্রধান

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

সত্যিই কি ১৬ বছর পর বিবাদ মিটল সানি-শাহরুখের!

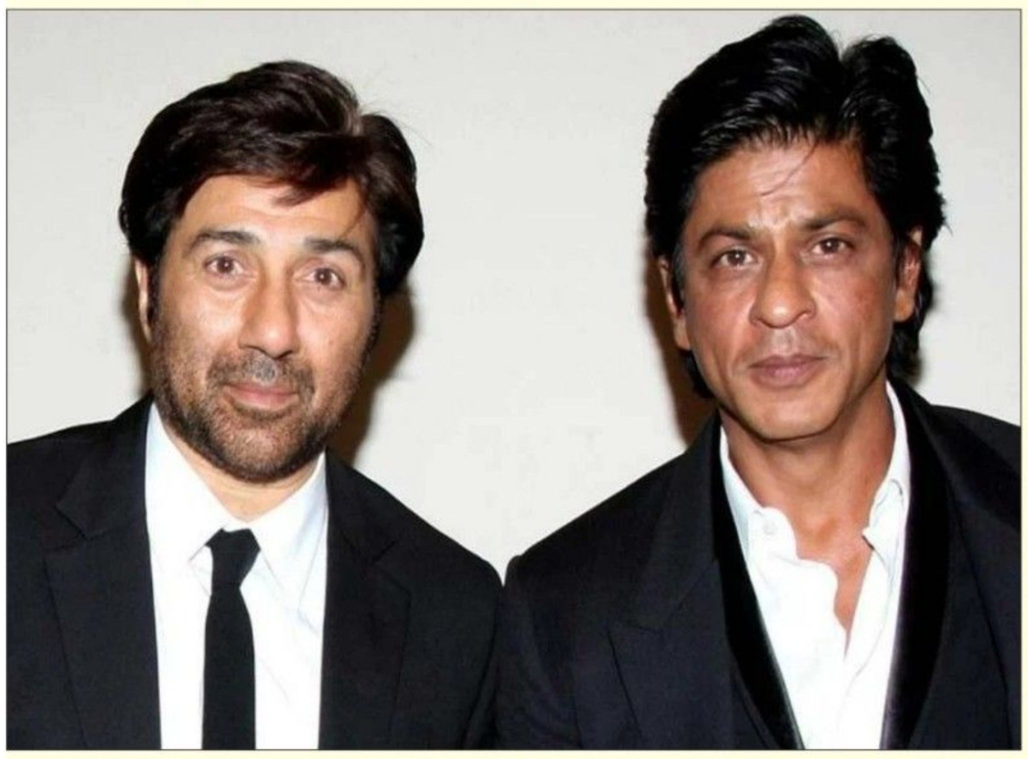

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চলতি আগস্টে বলিউডে মুক্তি পাওয়া 'গদর ২' দিয়ে বক্স অফিসে ঝড় তুলেছেন সানি দেওল। ইতোমধ্যেই ভারতে প্রায় ৫০০ কোটি রুপি আয় করেছে সিনেমাটি। বলিউডে যখন 'গদর ২' সিনেমার ঝড় বইছে, তখনই মুক্তি পেতে চলেছে শাহরুখ খানের 'জওয়ান'। মাস খানেকের ব্যবধানে এই দুই তারকার ছবি মুক্তি পেতে চললেও তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের ব্যবধানটা তার চেয়েও বেশি সময়ের। তবে ধারণা করা হচ্ছে, 'গদর ২' সিনেমার সাফল্য ঘুচিয়েছে সেই দূরত্ব।

১৯৯৩ সালে 'ডর' ছবিতে শেষবার তাদের একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল। শোনা যায়, নবাগত শাহরুখের সামনে সেটে বার বার নাকি হেনস্থা করা হচ্ছিল সানিকে। মেনে নিতে পারেননি ধর্মেন্দ্র-পুত্র। প্রায় ১৬ বছর কথা বন্ধ ছিল দুই তারকার। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাক্তদের 'আস্কএসআরকে' সেশন করতে দেখা যায় শাহরুখকে। সেখানেই এক অনুরাগী তাকে জিজ্ঞেস করেন 'গদর ২' দেখেছেন আপনি?' জবাবে শাহরুখ লেখেন, 'হ্যাঁ, দারুণ লেগেছে।'

অনেকেরই ধারণা ছিল, 'গদর ২' মুক্তির পর যখন শাহরুখ সানির ছবি দেখলেন, তখন পুরনো তিক্ততা ভুলে ফের নিজেদের সম্পর্ক প্রীতিময় করার চেষ্টা করেছেন দুই অভিনেতা! তবে ঘটনাক্রম ঠিক তেমন নয়। আসলে, 'গদর ২' মুক্তির আগেই সানিকে ফোন করে শুভেচ্ছাবার্তা দেন বাদশা। সানির কথায়, 'ছবিটা দেখার আগেই শাহরুখ আমাকে ফোন করেন। পরে আমায় জানান, ছবির সাফল্যে ভীষণ খুশি। আমায় ছবির সাফল্যের জন্য কৃতিত্ব দেন। আমিও ধন্যবাদ জানাই ওঁকে। শুধু শাহরুখ নয়, বেশ কিছু ক্ষণ ওঁর স্ত্রী গৌরীর সঙ্গেও কথা হয় আমার। বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলি আমরা।'

তাই এখন প্রশ্ন উঠেছে সত্যিই কি ১৬ বছর পর বিবাদ মিটল সানি-শাহরুখের! উল্লেখ্য, 'ডর' ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সানি এবং খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল শাহরুখকে। গতবাঁধা নিয়ম অনুযায়ী খলনায়কের চেয়ে নায়কের চরিত্রই সিনেমায় বেশি গ্ল্যামারাসভাবে দেখানো হয়। কিন্তু 'ডর' ছবির ক্ষেত্রে হয়েছিল উল্টোটাই। তখন থেকেই তাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়।

সিনেমা প্রযোজনা করতে গিয়েই দেউলিয়া হয়েছিলেন সানি!

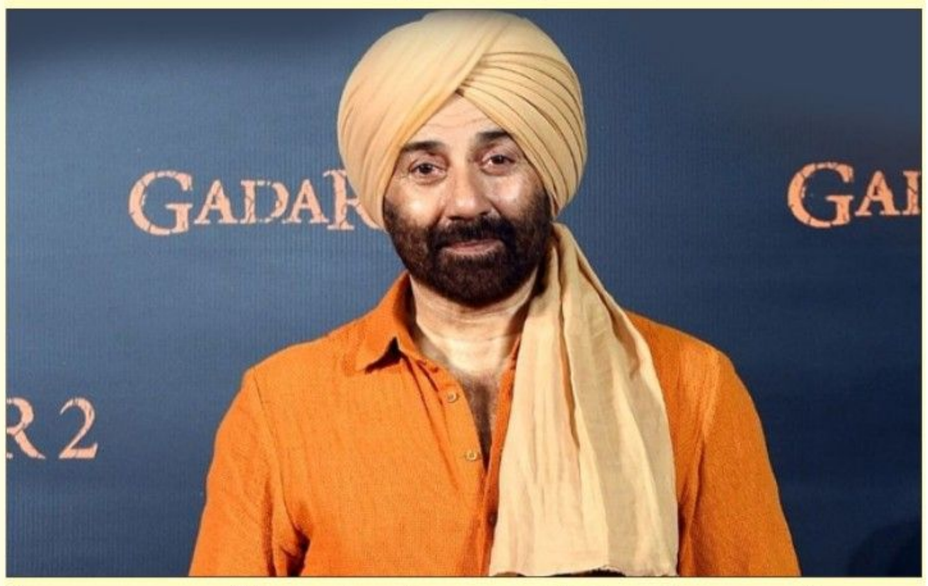

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বর্তমানে বলিউডে সবচেয়ে আলোচিত অভিনেতা সানি দেওল। নির্মাতা থেকে দর্শক, সবার মুখে মুখে তার সিনেমা 'গদর ২'র গুণগান। গত ১১ আগস্ট মুক্তি পাওয়া সিনেমাটি বক্স অফিস আয়ের অঙ্ক ৫০০ কোটি ছুঁইছুঁই। এই সাফল্যের মধ্যেই উঠে আসে ৫৬ কোটি টাকা ঋণের কারণে 'সানি ভিলা' নিলামে তোলার নোটিস জারির খবর। এমন খবরে চমকে গিয়েছিল সবাই।

যদিও ওই নোটিস জারি করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা প্রত্যাহারও করে ব্যাঙ্ক। পরে 'সানি ভিলা' ও তার নিলাম নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তা নিয়ে বেশি আলোচনা করারও অনুরোধ করেন সানি। তারপর ও থেমে নেই সেই আলোচনা। তিনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই উঠে আসছে বিষয়টি। নিজের মত করেই দিচ্ছেন সে উত্তর।

সিনেমা প্রযোজনা করতে গিয়েই নাকি তিনি দেউলিয়া হয়েছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমনটি জানিয়েছেন সানি দেওল।

সানি বলেন, 'অনেক বছর আগে আমি যখন প্রযোজনা শুরু করি। তখন বিনোদনের মার্কেট অন্য রকম ছিল। আমরা যাদের সঙ্গে ব্যবসা করেছি, তারা সবাই আমাদের চেনা-পরিচিতের গণ্ডির মধ্যে। এখন ব্যবসাটা অনেক বেশি জটিল। ছবির ডিস্ট্রিবিউশনের আগে ছবির মার্কেটিং করতে হয়। আমি যখন প্রযোজনা শুরু করি, তখন আমিই পরিচালক, আমি আবার অভিনেতাও। এতগুলো দিকে হাত বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি এখন অভিনয় করেই খুশি।'

১৯৮৩ সালে 'বেতাব' ছবির মাধ্যমে অভিনেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ সানির। সেই সময়েই 'বিজেতা ফিল্মস' প্রযোজনা সংস্থা তৈরি করেন ধর্মেন্দ্র। ১৯৯০ সালে সানির 'ঘায়েল' ছবিও প্রযোজনা করে 'বিজেতা ফিল্মস'।

১৯৯৫ সালে 'বিজেতা ফিল্মস' প্রযোজিত 'বর্ষাত' ছবির মাধ্যমে অভিষেক হয় ববি দেওলের। ১৯৯৯ সালে ওই প্রযোজনা সংস্থার রাশ হাতে নেন সানি। নিজের পরিচালিত ছবি 'দিললগি'র প্রযোজকও ছিল 'বিজেতা ফিল্মস'।

কেমন পুরুষ পছন্দ জানালেন শাহরুখকন্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিভিন্ন কারণে প্রায়ই খবরের শিরোনামে উঠে আসে শাহরুখ-কন্যা সুহানা খানের নাম। এই মুহূর্তে একটি নামজাদা প্রসাধনী সংস্থার মুখ তিনি। খুব শিগগিরই জোয়া আখতারের নতুন সিরিজ 'দি আর্চিজ'-এর মাধ্যমেই অভিনেত্রী হিসেবে হাতেখড়ি হবে সুহানার। ছবির গল্প বিদেশের কমিক থেকে অনুপ্রাণিত হলেও আসলে আর্চি-ভেরোনিকা এবং বেটিকে এনে ফেলা হবে ষাটের দশকের ভারতীয় সংস্কৃতিতে। এই ছবিতে ভেরোনিকা লজের চরিত্রে দেখা যাবে সুহানাকে।

আর্চির চরিত্রে দেখা যাবে অমিতাভ বচ্চনের পৌত্র অগস্ত্য নন্দাকে। বেটি কুপারের চরিত্রে খুশি কাপুর। আর্চি-বেটি-ভেরোনিকার ত্রিকোণ বন্ধুত্বের রসায়নই আর্চিস কমিকের মূল আকর্ষণ। পর্দার ভেরোনিকার রিভারডেল স্কুলে বেশ বিখ্যাত। একাধিক ছেলের প্রেম প্রস্তাব পায় সে। তবে বাস্তবের সুহানার মনের মানুষ কেমন হবে?

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সুহানাকে প্রশ্ন করা হয়, ভেরোনিকা কী করবে যদি দেখে তার প্রেমিক কোনও মেয়েকে প্রেমের প্রস্তাব দিচ্ছে? বুদ্ধিদীপ্ত জবাব দেন সুহানা, "ভেরোনিকার কাছে ছেলেদের লম্বা তালিকা আছে, যারা ওর পিছনে হন্যে দিয়ে পড়ে থাকে। প্রেমিক এ রকম করলে ও নিজেও অন্য ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নেবে।"

কিন্তু বাস্তবের শাহরুখ-কন্যা একেবারেই আলাদা। তিনি একজনের সঙ্গেই প্রেম করতে বিশ্বাসী। সুহানার কথায়, "ভেরোনিকা এমন করলেও, সুহানা কিন্তু তা কখনওই করবে না। আমার প্রেমিক আমার পিছনে এমন কিছু করছে জানতে পারলে সম্পর্কই ভেঙে দেব। আমার এ রকম পুরুষ পছন্দ যে এক মহিলার সঙ্গে সারা জীবন কাটাবে।"

তবে মায়ানগরীতে গুঞ্জন, অমিতাভ পৌত্র অগস্ত্যের সঙ্গে নাকি প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন সুহানা। ২০২২ সালের আগস্ট থেকেই নাকি তৈরি হয়েছে এই নতুন সম্পর্ক। তবে এখনই কিছু প্রকাশ্যে আনতে রাজি নন তারা। তাদের বন্ধুত্বে নাকি অগস্ত্যর মা শ্বেতাও বেশ খুশি।

নেপথ্যে তৃতীয় ব্যক্তি, ভাঙল সোহিনীর প্রেম!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টালিউডের অন্যতম চর্চিত জুটি সোহিনী সরকার ও রণজয় বিষ্ণু। দীর্ঘ চার বছর ধরে চলা তাদের প্রেমের সম্পর্কে টানাপোড়েনের কথা আগেই শোনা গিয়েছিল। সেই ঝামেলা তারা মিটিয়েও নিয়েছেন বটে। এবার পাকাপাকিভাবে আলাদা হয়ে গেল তাদের সম্পর্ক। তবে এ বিষয়ে দুইজনের একজনও কথা বলেননি।

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, করোনা লকডাউনের সময় তারা লিভ ইন করতেন। দুজনের বাড়িতেও যাতায়াত ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মান-অভিমান। তারপরও দুজনে সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হল না।

শোনা যাচ্ছে, তাদের বনিবনা না হওয়ার নেপথ্যে তৃতীয় ব্যক্তি আছে কেউ। সোহিনী সরকারের সঙ্গে নাকি তার কোনও সহ-অভিনেতার নাম জড়িয়েছে। অন্যদিকে রণজয় বিষ্ণুর সঙ্গে ছোট পর্দার এক অভিনেত্রীর নাম জড়িয়েছে।

বর্তমানে সোহিনী তার নতুন ছবি 'অমর সঙ্গী'র শুটিংয়ে ব্যস্ত। এই ছবিতে তার বিপরীতে দেখা যাবে বিক্রম চট্টোপাধ্যায়কে। অন্যদিকে রণজয়কে দেখা যাচ্ছে 'গুড্ডি' ধারাবাহিকে।

ক্লাব র‍্যাঙ্কিং

শীর্ষে ম্যানসিটি, রোনালদোর আল নাসর ১৬৩, মেসির মায়ামি ১৫৩৮

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগ নিয়ে প্রশ্ন নেই। ক্লাব ফুটবলের সেরা লড়াই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, স্প্যানিশ লা লিগা, জার্মান বুন্দেসলিগা, ইতালির সিরি আ... এবং ফ্রান্সের লিগ ওয়ানেই দেখা যায়। এই পাঁচ লিগের পরে কারা আছে তা নিয়ে নানা সময়ে ওঠে নানান প্রশ্ন। কখন ব্রাজিলের ফুটবল কর্তৃপক্ষ দাবি করে তারা আছে ছয়ে, কখনও পর্তুগাল দাবি করে ষষ্ঠ অবস্থান তাদের। আবার পূর্বের সেই ঐতিহ্য হারানো নেদারল্যান্ডস মনে করে ষষ্ঠ অবস্থান তাদের। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো কিছুদিন আগে বলেছেন, সৌদি প্রো লিগ বিশ্বের ষষ্ঠ সেরা ফুটবল লিগে পরিণত হবে। আবার মেসির ভক্তরা মনে করেন, সৌদি প্রো লিগের চেয়ে এগিয়ে মেসির যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকার। এসব নিয়ে যখন দ্বন্দ্ব ঠিক তখন প্রকাশ হয়েছে বিশ্ব ক্লাব র‍্যাঙ্কিং। বিশ্ব ক্লাব র‍্যাঙ্কিংয়ে আল নাসর ১৬৩তম অবস্থানে, ইন্টার মায়ামি জায়গা পেয়েছে ১৫৩৮ এ। যা থেকে কোন লিগের মান কেমন, কোন দলের র‍্যাঙ্কিং কত তা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব। ফুটবল ডাটাবেজের ২৭ আগস্ট প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বিশ্ব ফুটবল ক্লাব র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে আছে গত মৌসুমে ট্রেবল জয়ী ম্যানচেস্টার সিটি। দুইয়ে আছে বায়ার্ন মিউনিখ ও রিয়াল মাদ্রিদ নেমে গেছে তিনে। লিভারপুল আছে ছয়ে, বার্সেলোনা নয়ে এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড নেমে গেছে ১৭তম অবস্থানে। ফ্রান্স লিগের সেরা দল পিএসজি আছে ১৮তম অবস্থানে। অন্যদিকে পর্তুগালের পোর্ত আছে আটে, বেনফিকা আছে ১১তম অবস্থানে। ব্রাজিলের পালমেইরাস ১৩তম অবস্থানে আছে। সেরা বিশে জায়গা পায়নি ডাচ কোন ক্লাব। আর্জেন্টিনার ক্লাবগুলোর মধ্যে সেরা অবস্থান রিভার প্লেটের। দলটি আছে ৩৬ এ। সৌদি ক্লাবগুলোর মধ্যে সেরা অবস্থানে আছে আল হিলাল। নেইমারকে কেনা ক্লাবটি বিশ্ব ফুটবল র‍্যাঙ্কিংয়ে ৬৮তম অবস্থানে আছে। অন্যদিকে রোনালদোর ক্লাব আল নাসর আছে ১৬৩তম অবস্থানে। গত বছর লিগ জয়ী আল ইত্তিহাদ ১৫৬ তে আছে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবগুলোর মধ্যে সেরা অবস্থানে আছে ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়ন। ক'দিন আগে যাদের হারিয়েছে মেসির দল ইন্টার মায়ামি। আর মেসির মায়ামির অবস্থান মেজর লিগের ক্লাবগুলোর মধ্যে ২২তম। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে মেসির ক্লাব আছে ১৫৩৮তম অবস্থানে।

রুবিয়ালেসের পক্ষ নিয়ে

চাকরি যাচ্ছে বিশ্বকাপ জয়ী কোচের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : স্পেন নারী দলকে প্রথমবার ফিফা বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন জর্জ ভিলদা। কিন্তু বিতর্ক থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেননি তিনি। চুমু কাণ্ডে বিতর্কিত রয়্যাল স্প্যানিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট রুবিয়ালেসের পক্ষ নিয়েছেন তিনি। সেজন্য চাকরি হারাতে যাচ্ছেন জর্জ ভিলদা। স্প্যানিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন তার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করার পথ খুঁজছে। সংবাদ মাধ্যম বিবিসি দিয়েছে এই খবর। এর আগে পক্ষে কথা বলায় ভিলদার চুক্তি বাড়ানো হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন রুবিয়ালেস। রুবিয়ালেস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট থাকলে ফুটবল খেলবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন স্পেনের অন্তত ৮০ জন নারী ফুটবলার। দলটিকে বিশ্বকাপ জেতানো কোচিং স্টাফের ১১ জন ওই চুমুর ঘটনায় পদত্যাগ করেছেন। পদে থেকে গেছেন কেবল ভিলদা। এর আগে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত নারীদের ফিফা বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বকাপ জেতে স্পেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে স্প্যানিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান রুবিয়ালেস জয়ী দলের সকলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। তাদের আলিঙ্গন করেন। কিন্তু জেনি হারমোসোর সঙ্গে তার আচরণ সীমা ছাড়ায়। জেনির ঠোঁটে চুমু দিয়ে বসেন তিনি।

'আমরা ঘরের মাঠে খেলছি',

হুঙ্কার শানাকার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক দাশুন শানাকার কাছে একটা প্রশ্ন ছিল বেশ অনুমিত। তার দলের চারজন মূল বোলার ইনজুরিতে পড়েছেন। কীভাবে মানিয়ে নেবেন তাদের ছাড়া? এই প্রশ্নের জবাবে হাতে থাকা দলটা যথেষ্ঠ ভালো বলে মন্তব্য করেছেন শানাকা। সঙ্গে মিডল অর্ডার এই ব্যাটার হুঙ্কার ছেড়েছেন। এশিয়া কাপে প্রথম ম্যাচটা তারা ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলবে। সুপার ফোরে যেতে পারলে সবগুলো ম্যাচ হোমে পাবে তারা। টি-২০ ফরম্যাটে গত বছর এশিয়া কাপ জেতা শানাকা মনে করিয়ে দিলেন, কিছু সুবিধা তো তারা পাবেনই। ম্যাচ পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে শানাকা বলেছেন, 'আমরা আমাদের ঘরের মাঠে খেলছি। তার মানে কিছু সুবিধা আমরা বেশি পাবো। হ্যা, ইনজুরির কারণে কিছু খেলোয়াড় এশিয়া কাপে অংশ নিতে পারছে না। কিন্তু আমি নিশ্চিত যারা দলে আছে তাদের নিয়ে আমরা ভালো দল, আমরা প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবো।'

ঘরের মাঠে খেলাও তো চ্যালেঞ্জিং। প্রত্যাশা পূরণের চাপ থাকে। তারওপর শ্রীলঙ্কা সর্বশেষ আসরের চ্যাম্পিয়ন। শিরোপা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জও আছে। শানাকা বিষয়টি নিয়ে বলেছেন, তাদের ওপর কোন চাপ নেই। বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসানও শ্রীলঙ্কাকে আসরের ফেবারিট মানছেন। এশিয়া কাপে দারুণ সাফল্য আছে লঙ্কানদের। শিরোপার বিচারে ইতিহাসের দ্বিতীয় সফলতম এশিয়ার দল তারা। সাকিবের মতে, ইতিহাস তো পক্ষেই কথা বলবে!

তিনি বলেছেন, 'ভারত-পাকিস্তান আসরের ফেবারিট, তাদের নিয়ে কথা হওয়াই স্বাভাবিক। তবে শ্রীলঙ্কাও ফেবারিট। তারা অনেকবার এশিয়া কাপ জিতেছে। এশিয়া কাপও কোন ছোট টুর্নামেন্ট নয়, এর দারুণ ইতিহাস আছে। পূর্বে দুর্দান্ত কিছু ম্যাচ হয়েছে এই আসরে। আমরা টুর্নামেন্টটা গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছি।'

ফাইনালে কলকাতা ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে

ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন ১০ জনের মোহনবাগান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কথায় আছে, 'দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।' মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট বোধ হয় এই কথায় অনেক বেশি বিশ্বাসী। ঐতিহ্যের ডুরান্ড কাপ। ১৩২তম সংস্করণ। সুপার সান ডে-তে ফাইনাল। তাও আবার স্বপ্নের। ২০০৪ সালের পর ফের ডুরান্ড কাপের ফাইনালে মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান। সে বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। লাল হলুদ শিবিরে দীর্ঘ সময় ট্রফি ঢোকেনি। শেষ বার ২০১২ সালে জাতীয় স্তরের ট্রফি ঢুকেছিল ইস্টবেঙ্গলে। এ দিন দারুণ সুযোগ ছিল তাদের কাছে। কিন্তু রক্ষণাত্মক মানসিকতা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার হল না। দিমিত্রি পেত্রাতোসের একমাত্র গোলে চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান। ম্যাচের ৬১ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড তথা রেড কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন মোহনবাগানের তরুণ স্ট্রাইকার অনিরুদ্ধ থাপা। এ বছরই মোহনবাগানে সই করেছেন জাতীয় দলের এই তরুণ ফুটবলার। তিনি মাঠ ছাড়তেই প্রবল চাপে মোহনবাগান গ্যালারি। স্তব্ধতা। যেন পিন পড়লে শব্দ শোনা যাবে। মরসুমের প্রথম ডার্বি হেরে এমনিতেই অস্বস্তিতে ছিল সবুজ মেরুন। আরও একবার কি সেই পথেই! দশ জনের মোহনবাগান যেন সেই প্রবাদে বাড়তি ভরসা করতে শুরু করল। বল পজেশনে ম্যাচের শুরু থেকেই অনেকটা এগিয়ে ছিল মোহনবাগান। কিন্তু দশজনের মোহনবাগান এমন খেল দেখাবে, সেটা কে ভেবেছিল!

গত মরসুমে মোহনবাগানের আইএসএল জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। চোখে সমস্যা রয়েছে। তা নিয়েই প্রস্তুতি চালিয়ে যান। ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিলেন তিনিই। ম্যাচের ৭১ মিনিটে কার্যত নিজের হাফ থেকে বল নিয়ে সোলো রান। ইস্টবেঙ্গল মাঝমাঠ কি বুঝতে পারলেন না বিপদ ঘনিয়ে আসছে? ইস্টবেঙ্গল বক্সে পৌঁছনোর আগেই শট করলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। অনবদ্য একটা গোল। দশ জনের মোহনবাগানের প্রতিনিধি হিসেবে মাঠে দাপট ৯ নম্বর জার্সির পেত্রাতোসের। গোল করেই গ্যালারির দিকে দৌড়। ট্রফিটাই উপহার দিলেন সমর্থকদের।

মায়ামিতে প্রথমবার জয়হীন মেসি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মেসি ইন্টার মায়ামির জার্সি পরার আগে টানা ছয় ম্যাচে জয়হীন ছিল তার দল। ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে অভিষেক দিয়ে মেসি ইন্টার মায়ামিতে জয়ে ফেরান। এরপর টানা নয় ম্যাচে জয় পেয়েছে মায়ামির দলটি। বৃহস্পতিবার তিনি প্রথম গোল শূন্য সমতা দেখলেন। মেসির মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর শেষ মুহূর্তে দলকে বেশ ক' ম্যাচে জিতিয়েছেন। দারুণ দারুণ কামব্যাক দেখিয়েছে তার দল। টাইব্রেকার ভাগ্যে মেসির দল জয় পেয়েছে তিন ম্যাচে। এদিন ঘটতে যাচ্ছিল ভিন্ন ঘটনা। শেষ বাঁশির ঠিক আগে পেনাল্টিতে গোল দিয়ে নাশভিল জয়ের সুযোগ তৈরি করেছিল। মেসি যুক্তরাষ্ট্রের লিগে যোগ দেওয়ার পর প্রথমবার হারের স্বাদ পেতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ভাগ্য ভালো ইন্টার মায়ামির। কারণ ভিএআর চেক করে বাতিল করা হয় পেনাল্টি। মেসির নাশভিলের বিপক্ষে ম্যাচেও খেলেছেন পূর্ণ সময়। ইন্টারে যোগ দেওয়ার পর টানা খেলছেন বিশ্বকাপ জয়ী এই আর্জেন্টাইন। সেজন্য তাকে মেজর লিগের ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়ার কথা বলেছিলেন কোচ টাটা মার্টিনো। কিন্তু মেসি এদিনও পাননি বিশ্রাম।

ভারতের ব্যাটিং অর্ডারে দুশ্চিন্তা:

ওপেনিংয়ে ইশান, চারে কোহলি?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এশিয়া কাপ শুরু করবে ভারত। কিন্তু দলটির ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটছে না। কেএল রাহুল ইনজুরিতে গ্রুপ পর্বের দুই ম্যাচ খেলতে পারবেন না। সেটাই বাড়িয়ে দিয়েছে সংকট। ভারতের জার্সিতে উইকেটকিপিং করবেন কে? ইশান কিষাণ নাকি সানজু স্যামসন? তাদের ব্যাটিং অর্ডার হবে কী? এই প্রশ্নের উত্তরই এখন মেলাতে হবে ভারতীয় ক্রিকেট দলের টিম ম্যানেজমেন্টের। আর উত্তর যদি হয় ইশান কিশান তাহলে ব্যাটিং অর্ডারে হতে পারে বড় একটা পরিবর্তন। ইশানকে একাদশে রাখলে তাকে টপ অর্ডারে জায়গা বরাদ্দ দিতে হবে। কিষাণ ১৭টি ওয়ানডে খেলেছেন। এর মধ্যে মাত্র চার ম্যাচে তিনে ব্যাটিং করেছেন তিনি। দুটি ফিফটি পেয়েছেন। ওপেনিং ও চারে কিষাণ ব্যাট করেছেন সাতটি করে ম্যাচে। এর মধ্যে ওপেনিংয়ে তিনি সফল হলেও চারে রান করেছেন মাত্র ২১ গড়ে। ইশান বা স্যামসন দলে ঢুকবেন কেএল রাহুলের জায়গায়। সেজন্য ইশানকে রাহুলের পাঁচ নম্বরে ব্যাটিং করানোর কথাও ভাবতে পারে ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু বাঁ-হাতি এই তরুণ ব্যাটার তার ক্যারিয়ারে কখনও পাঁচে ব্যাটিং করেননি। তিনি একাদশে থাকলে অবশ্য ডানহাতি-বাঁ হাতি সমন্বয়ের কারণে তাকে ওপেনিংয়ে খেলানোর সম্ভাবনাই বেশি। ইশান ইনিংস ওপেন করলে শুভমন গিলকে খেলতে হবে তিনে। সেক্ষেত্রে বিরাট কোহলিকে নামিয়ে দেওয়া হতে পারে চারে। ক'দিন আগে রবি শাস্ত্রী এবং এবি ডি ভিলিয়ার্সও ভারতীয় ব্যাটার কোহলিকে চারে ব্যাটিংয়ের পরামর্শ দিয়েছেন। ২০১১ বিশ্বকাপে কোহলি চারে ব্যাটিং করেছিলেন। ব্যাটিং অর্ডারে এতো কাটাকাটি না করে রাহুল দ্রাবিড়-রোহিত শর্মার দল আরেকটি পথ বেছে নিতে পারে। একাদশে রাখতে পারে সানজু স্যামসনকে। তিনি উইকেটরক্ষক হিসেবে যেমন ভালো তেমনি পাঁচে ব্যাটিং করতেও পারদর্শী। আইপিএলে ফিনিসার রোলেও ভালো করেছেন সানজু। সেক্ষেত্রে রাহুল-গিল ইনিংস ওপেন করবেন, কোহলি খেলবেন তিনে এবং চারে খেলবেন শ্রেয়াস আয়ার।

রোহিত জানেন

বাদ পড়লে কেমন লাগে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সেই দিনটির কথা কখনও ভুলবেন না রোহিত শর্মা। দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ, দল ঘোষণা করা হয়েছে; অথচ সেখানে ১৫ জনের স্কোয়াডে নেই তিনি। মন খারাপ করে হোটেল রুমের দরজা বন্ধ করে বসেছিলেন রোহিত। একটু পর যুবরাজ সিং ফোন করে তাঁকে রাতের খাবার খেতে বের হতে বলেন।

সেখানেই যুবরাজ তাঁকে বলেন, 'দেখ, তোমার সামনে অনেক বছর পড়ে আছে। ভেঙে পড়ো না। বিশ্বকাপ তুমি খেলার সুযোগ পাবে। সেভাবে নিজেকে তৈরি কর, স্কিল বাড়াও, সুযোগ আসবেই।'

১২ বছর পর সেই ভারতেই যখন ফের বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে, তখন রোহিত শর্মা দলটির অধিনায়ক। গতকাল সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোহিত ফিরে গিয়েছিলেন সেই ২০১১ বিশ্বকাপে তাঁর হৃদয়ভাঙার সময়ে।

এবারের এশিয়া কাপে রবিশচন্দন অশ্বিন নেই, যুজবেন্দ্র চাহাল নেই। হয়তো বিশ্বকাপেও থাকবেন না তারা। তবে যারা বাদ পড়েছেন এশিয়া কাপ থেকে, তাদের সঙ্গে কথা বলেছে ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট। কোচ রাহুল দ্রাবিড় ছাড়াও নির্বাচকপ্রধান অজিত আগারকার কথা বলেছেন।

প্রতিপক্ষ, কন্ডিশন; নিজেদের শক্তি, দুর্বলতা দল নির্বাচনে যে অনেক কিছু বিবেচনায় আনা হয়, সেটাও জানিয়ে দেন রোহিত, 'আসলে আমাদের কোচ এবং নির্বাচকপ্রধান মিলে বেশ কিছু ব্যাপার নিয়ে পর্যালোচনা করেন এবং তারপরই একটা চূড়ান্ত দল গঠন করা হয়। তবে আমি এটা বলব, কখনোই আমাদের এই দল নির্বাচন শতভাগ সঠিক হবে না। দিন শেষে আসলে কিছু ক্রিকেটারকে বাইরেই থাকতে হয়। আর মানুষ হিসেবে আমাদের কিছু ভুল হবেই। সবসময় আমরা সঠিক দল নির্বাচন করতে পারব না।'

নির্বাচিত দলটিই যে সেরা, সে কথা রোহিত একবারের জন্যও বলেননি। বরং দল নির্বাচনে বাদ পড়ার কষ্টটা তিনি নিজেকে দিয়েই বুঝিয়েছেন। জানিয়েছেন, বিশ্বকাপের মতো আসরে নামার আগে সমালোচনা-আলোচনার দরজা তিনি বন্ধ করে রাখেন। যেভাবে গত বিশ্বকাপের আগে সবকিছু থেকে মন সরিয়ে পাঁচটি শতকসহ মোট ৬৪৮ রান করেছিলেন, এবারও তেমনই সব বিতর্ক আর সমালোচনা দূরে রাখতে চান।

২০১৩ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর ভারত আইসিসির কোনো ট্রফি জেতেনি, রোহিত অধিনায়ক হয়ে এশিয়া কাপ জেতারও পাঁচ বছর হয়ে গেছে। এবার বিশ্বকাপে রোহিত শর্মা কি পারবেন ভারতের সেই ট্রফি খরা কাটাতে? মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে যে রোহিত পাঁচটি শিরোপা জিতেছেন, সেখানে ভারতের নেতৃত্ব নিয়ে তিনি কেন পারছেন না ট্রফির শোকেস বাড়াতে?

উত্তরে সমালোচনায় কান বন্ধ করার কথা জানান রোহিত। 'আসলে খেলার বাইরে অন্যকিছু নিয়ে আমি মনোযোগ নষ্ট করতে চাই না। সেটা ইতিবাচক আলোচনাই হোক কিংবা নেতিবাচক। আমি ২০১৯ বিশ্বকাপের আগে নিজেকে যেভাবে তৈরি করেছিলাম, এবারএ সেভাবে তৈরি হতে চাই।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR